মাস্ক বিলি

বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলার ই-রিকশা টোটো শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ১,৫০০ মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়।

চাকরি চেয়ে বিক্ষোভে টেট উত্তীর্ণরা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি : সম্প্রতি ২০১৭ সালের প্রাথমিকের টেটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তবে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে আন্দোলনের পথে হাঁটলেন ২০১৪ সালের টেট পাশ করা প্রশিক্ষিত প্রার্থীরা। আগে এক মাসের মধ্যে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে, তারপর ২০১৭ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে, এমনই দাবি তুলে বৃহস্পতিবার কোচবিহারে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সামনে প্রায় চার ঘণ্টা অবস্থান বিক্ষোভ করলেন এই চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের মধ্যে কেউ এসেছেন কোচবিহার থেকে, কেউ আলিপুরদুয়ার, কেউ দিনহাটা, কেউ মাথাভাঙ্গা থেকে। পরে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস মিললে তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেন।

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সামনে অবস্থান। ছবি : জয়দেব দাস

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, তাঁরা ২০১৪ সালের টেট পাশ করা প্রশিক্ষিত প্রার্থী। ২০২০ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে প্রেস কনফারেন্স করে ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রাথমিকে ২০১৪ সালের প্রায় ২০ হাজার প্রশিক্ষিত টেট পাশ করা প্রশিক্ষিত প্রার্থী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমে ১৬ হাজার ৫০০ জনকে নিয়োগ করা হবে। বাকি প্রার্থীদেরও ধাপে ধাপে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু কয়েক হাজার প্রার্থী ইন্টারভিউ দিলেও পর্ষদের প্রকাশিত মেধা তালিকায় তাঁদের স্থান হয়নি। তাঁদের ক্ষেত্রে 'নট ইনক্লুডেড ইন দ্য প্রেজেন্ট মেরিট লিস্ট' দেখানো হয়। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী সকল টেট পাশ করা প্রশিক্ষিত প্রার্থী নিয়োগ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেখানে তাঁরা কেন বাদ পড়লেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারীরা।

পারমিতা পাল নামে আলিপুরদুয়ারের এক প্রার্থীর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমরা আশার আলো দেখেছিলাম। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর ১৬ হাজার ৫০০ জনকেও নিয়োগ করা হয়নি। ১০ থেকে ১২ হাজার নিয়োগ হয়। কিন্তু এরপর এক বছর চার মাস হয়ে গেল। বাকি নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে আছে। এই অবস্থায় পর্ষদ ২০১৭ সালের টেটের রেজাল্ট বের করে দিয়েছে। আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ না করে পর্ষদ ২০১৭ সালের টেটের রেজাল্ট কী করে বের করে? মুখ্যমন্ত্রীর বার্তাকে ছাপিয়ে গিয়ে পর্ষদ সভাপতি নিজের মতো করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছেন।'

> “ পর্ষদ ২০১৭ সালের টেটের রেজাল্ট বের করে দিয়েছে। আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ না করে পর্ষদ ২০১৭ সালের টেটের রেজাল্ট কী করে বের করে?
>
> – পারমিতা পাল
> *আন্দোলনকারী*

কোচবিহারের নিউটাউনের মাম্পি বর্মন, মাথাভাঙ্গার অপর্ণা রায়, দিনহাটার সনৎ ঈশোরের মতো বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, আগে এক মাসের মধ্যে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে, তারপর ২০১৭ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। পারমিতা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ভোটের আগে প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবারই বলেন তিনি যে কথা দেন, সেটা তিনি রাখেন। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি উলটো দেখতে পাচ্ছি। তিনি যে ঘোষণা করেছিলেন সেটা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।'

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান হিতেন বর্মন বলেন, 'দাবির বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

দিনভর পানীয় জলের অপচয় দিনহাটায়

কৌশিক সরকার

দিনহাটা, ১৩ জানুয়ারি : জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর নিত্যদিন পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করে। কিন্তু সেই জলের একটা বড় অংশই নিত্যদিন অপচয় হচ্ছে। কোচবিহার জেলায় এই মুহূর্তে ১৩২টি ছোট-বড় জলপ্রকল্প রয়েছে। এই সমস্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মীদের বেতন ইত্যাদি বাবদ মাসে গড়ে পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয়। এর সঙ্গে রয়েছে পাম্প চালানোর জন্য মোটা টাকার বিদ্যুৎ বিল। দপ্তরের আধিকারিকরাই স্বীকার করেছেন, সরবরাহ করা জলের প্রায় ২০ শতাংশ অপচয় ঘটে প্রতিদিন। যদিও পরিবেশপ্রেমীদের দাবি, অপচয়ের পরিমাণ এর থেকে অনেক বেশি। পিএইচই'র জেলা আধিকারিক নিত্যানন্দ আচার্যের কথায়, 'প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জলবন্ধু রয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে সচেতনতা প্রচার জারি রয়েছে। এছাড়া, জনপ্রতিনিধিদের বিষয়টি দেখতে বলা হয়েছে।

গ্রাম ও শহরে বহু কলের মুখে বিবকক না থাকায় জল অপচয় হচ্ছে। সাধারণত ট্যাপকলে দৈনিক ৫-৬ ঘণ্টা ধরে জল সরবরাহ করা হয়। বিবকক না থাকায় অনেক কল থেকে বেশিরভাগ সময় এমনিতেই জল পড়তে থাকে। পিএইচই'র তরফে কখনো-কখনো বিবকক লাগানো হলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। সেগুলি চুরি হয়ে যায় বা ভেঙে ফেলা হয়। কেউ কেউ পাইপলাইন ফুটো করে জমি কিংবা বাড়িতে জল নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফলে প্রচুর জল অপচয় হয়।

বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক ভট্টাচার্য বলেন, 'অনেক ট্যাপকলের মুখে বিবকক না থাকায় জলের অপচয় ঘটছে- তা অস্বীকার করা যায় না।' একই কথা জানান শুকারুরকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিষ্ণুকুমার সরকার, চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জয় দাস। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের দিনহাটা শাখার সদস্য শিক্ষক বিশ্বজিৎ সাহার কথায়, 'জোড়পাকুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী সংঘের মেয়েদের নিয়ে একবার এলাকার বিভিন্ন ট্যাপকলের মুখে বিবকক লাগিয়েছিলাম। কিন্তু সেসব খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।'

দিনহাটার একটি পরিবেশপ্রেমী সংস্থার সচিব রতন সাহার কথায়, 'বহুদিন ধরেই রাস্তার ধারের ট্যাপকলে জল অপচয়ের ঘটনা দেখছি। এর শেষ কবে জানা নেই। তবে এভাবে চলতে থাকলে এর পরিণাম যে ভয়ংকর হবে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।'

দপ্তরের জেলা আধিকারিক নিত্যানন্দ আচার্য জানান, এখনও পর্যন্ত কোচবিহার জেলায় ৬০ শতাংশ মানুষকে বিভিন্ন জলপ্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা বেশিরভাগই রাস্তার কলের জলের উপর নির্ভরশীল। এতে জলের অপচয়ের ঘটনা বেশি ঘটে। ২০২৪ সালের মধ্যে জলস্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে যাবে। তখন খুব জনবহুল এলাকা ছাড়া রাস্তার ধারে কলের দরকার পড়বে না। ফলে জল অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।

হুঁশ নেই দপ্তরের

- রোজ ৫-৬ ঘণ্টা ধরে জল সরবরাহ
- বিবকক না থাকায় জল অপচয়
- বিবকক লাগানো হলেও তা চুরি হয়ে যায়
- পাইপ ফুটো করেও চলে জল সংগ্রহ

টুকরো খবর

কৃষি প্রশিক্ষণ

পারডুবি, ১৩ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার পারডুবিতে বিনা কর্ষণে ভুট্টা চাষ সহ কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অ্যাগ্রিকালচার অফিসার নিত্যানন্দ নমদাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনলজি ম্যানেজার সৌভিক দে প্রমুখ। এদিনের শিবিরে এলাকার ৩৫ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডক্টর মলয়কুমার মণ্ডল বলেন, 'এদিন বিনা কর্ষণে ভুট্টা চাষ সহ কৃষিকাজের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।' শিবিরে অংশগ্রহণ করে ইন্দ্রজিৎ বর্মন, রবীন্দ্রনাথ রায়, শরৎ বর্মন, সাধন বিশ্বশর্মা প্রমুখ জানান, প্রশিক্ষণের ফলে তাঁরা উপকৃত হবেন।

রক্তদান শিবির

মেখলিগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জের ডাঙ্গারহাটে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ডাঙ্গারহাট এনএন ইয়ুথ ক্লাব। এদিনের শিবিরে সংগৃহীত ৪০ ইউনিট রক্ত জলপাইগুড়ির ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়। পুরুষ-মহিলা সকলেই রক্তদান করেছেন বলে জানান ক্লাবের সদস্য সুধাংশু বর্মন। ক্লাবের সম্পাদক বিমল রায় বলেন, 'রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি সচেতনতা প্রচারও করা হয়।'

সন্তানদলের সভা

নয়ারহাট, ১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট বাজার সংলগ্ন হরিমন্দির প্রাঙ্গণে আলোচনা সভার আয়োজন করে সন্তানদল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শংকর সরকার, সহ সভাপতি সঞ্জিত দাস, উত্তরবঙ্গ কমিটির সম্পাদক অজিত বর্মন, হাজরাহাট শাখা কমিটির সম্পাদক নন্দদুলাল শীল প্রমুখ। অজিতবাবু বলেন, 'বিশ্বশান্তি কামনায় হরিমন্দির প্রাঙ্গণে দু'দিনব্যাপী নামকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল। করোনাবিধি মেনেই ১৪ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় শাখা কমিটি গঠন করা হবে।'

রাস্তা নির্মাণ

গোপালপুর, ১৩ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩০০ মিটার রাস্তার কাজের সূচনা করলেন পঞ্চায়েত প্রধান মালতী বর্মন। প্রধান বলেন, 'গোপালপুর অটোস্ট্যান্ড থেকে কালী মন্দির পর্যন্ত এই রাস্তা ১২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ব্যয়ে পেভার্স ব্লক দিয়ে নির্মাণ হবে।' দ্রুত কাজ শেষ হবে বলে বক্তব্য তাঁর। গোপালপুর এলাকায় রাস্তার কাজের সূচনা করলেন গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান।

স্মরণসভা

শীতলকুচি, ১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার শীতলকুচি কলেজের অধ্যাপক প্রদীপ অধিকারীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় কলেজেরই হলে। সোমবার সন্ধ্যায় মাথাভাঙ্গা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় প্রদীপবাবুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এদিনের স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন শীতলকুচি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আফজাল হোসেন, কলেজ পরিচালন কমিটির সদস্য তপনকুমার গুহ, কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীরা।

ঐতিহ্যবাহী এবিএন শীল কলেজের হস্টেলের সীমানা প্রাচীর দীর্ঘদিন ভেঙে পড়ে থাকলেও কারও নজর নেই। বৃহস্পতিবার দুপুরে কোচবিহারে সুনীতি রোডে ভাস্কর সেহানবীশের তোলা ছবি।

প্রতিমার বায়না নেই, মাথায় হাত মৃৎশিল্পীদের

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : সামনেই সরস্বতীপুজো। তার আগে কোভিড ও খারাপ আবহাওয়ার ঠেলায় মাথায় হাত মেখলিগঞ্জের মৃৎশিল্পীদের। গত দু'বছর ধরে সেভাবে লাভের মুখ দেখেননি তাঁরা। এবারও পরিস্থিতি একই। তার মধ্যেও যেটুকু আশা ছিল, তাতেও জল ঢেলেছে আবহাওয়া।

সীমান্ত ঘেঁষা মহকুমা শহর মেখলিগঞ্জে একাধিক প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন ক্লাব ও কোচিং সেন্টারগুলিও প্রতিবছর বাণীবন্দনায় শামিল হয়। বিভিন্ন বারোয়ারি তো আছেই।

কিন্তু গত দু'বছর ধরে করোনার ঠেলায় মৃৎশিল্পে মন্দা। কয়েকমাস আগেও যখন সবকিছু স্বাভাবিক ছিল, তখন একটা আশার আলো দেখছিলেন শহরের মৃৎশিল্পীরা। কিন্তু নতুন বছরে আবার করোনার দাপট। বন্ধ হয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দরজা।

তবুও কিছু লাভের আশায় প্রতিমা তৈরি শুরু হয়ে গিয়েছে কুমোরপাড়ায়। কিন্তু গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো খারাপ আবহাওয়া ও বৃষ্টি। ফলে প্রতিমা শুকোতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন মৃৎশিল্পীরা। এদিকে, প্রতিমা তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। কিন্তু সেই হিসেবে প্রতিমার দাম বাড়েনি। আবার পুজো উদ্যোক্তারাও করোনার কারণে বাজেট কমিয়ে দিয়েছেন। প্রতিমার দাম বেশি দিতে চান না তাঁরা। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মৃৎশিল্পীদের।

সরস্বতী প্রতিমা তৈরি হচ্ছে মেখলিগঞ্জে। – সংবাদচিত্র

মৃৎশিল্পী সন্তোষ পাল বলেন, 'সরস্বতী প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করেছি। কিন্তু চিন্তা কিছুতেই কমছে না। একে করোনার দাপট, অন্যদিকে খারাপ আবহাওয়া। দুইয়ের ঠেলায় আমাদের রাতের ঘুম উড়েছে।'

মৃৎশিল্পীদের অনেকে জানালেন, এবার তাঁরা গত বছরের তুলনায় কম পরিমাণে প্রতিমা তৈরি করছেন। তাই এবার সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করে সেভাবে লক্ষ্মীলাভ সম্ভব নয়। মেখলিগঞ্জের মৃৎশিল্পী ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অন্য বছর এরকম সময় বায়না চলে আসে। কিন্তু এবছর এখনও একটাও বায়না হয়নি। গত বছর ৩০-৩৫টা সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করেছিলাম। এবছর আরও কম তৈরি করব বলে ঠিক করেছি। কাঁচামালের দাম বাড়ায় প্রতিমার দাম বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। বৃষ্টি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

পিঠের সরার বাড়তি চাহিদা

ফুলবাড়ি, ১৩ জানুয়ারি : পৌষ-পার্বণের আগের দিন মাটির তৈরি পিঠের সরা ও পাত্র বিক্রি করে খুশি নেপাল পাল। ফালাকাটার পাঁচমাইল এলাকার নেপাল পাল বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিজের তৈরি মাটির সরা ও পাত্র বিক্রি করতে এসেছিলেন। এদিন বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দরিবস ফুলবাড়ি এলাকায় এসে তিনি অনেকগুলি পিঠের সরা বিক্রি করেন।

নেপাল পাল ভ্যানে করে নিজের তৈরি মাটির পাত্র বিক্রি করেন। বৃহস্পতিবার তিনি বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দরিবস ফুলবাড়িতে আসেন। হাতের কাছে পিঠের সরা, বিভিন্ন মাটির পাত্র পেয়ে তা কিনে নেন গ্রামের মহিলারা। নেপাল পাল বলেন, 'পৌষ-পার্বণের আগে মাটির পাত্রের ভালো চাহিদা থাকে। তাই এই সময়ের জন্য আলাদা করে মাটির পাত্র তৈরি করা হয়। এবছর গত ১৫ দিন ধরে ভ্যানে মাটির পাত্র সাজিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বিক্রি করে ভালো ব্যবসা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে আড়াইশোর বেশি পিঠের সরা বিক্রি হয়েছে।'

হুইলচেয়ার প্রদান

তুফানগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাপুকুরিতে আট বছরের বিশেষভাবে সক্ষম শিশু তন্ময় দাসকে ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে কিংশুক মণ্ডলের আর্থিক সহযোগিতায় হুইলচেয়ার দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ পুরসভার পুর প্রশাসক ইন্দ্রজিৎ ধর, বিশিষ্ট সমাজসেবী সিদ্ধার্থ মণ্ডল ও সংগঠনের তুফানগঞ্জ শাখার পিংকি সাহা, প্রিয়াঙ্কা সিংহ, পূজা দাস, অভয় সাহা, দীপঙ্কর সাহা, তোতন পাল, অনুপ সাহা, শম্ভু চক্রবর্তী। সংগঠনের তুফানগঞ্জ শাখা সম্পাদক দীপঙ্কর সাহার কথায়, 'তন্ময়কে হুইলচেয়ার দেওয়ার পাশাপাশি তার মাকে বস্ত্র দেওয়া হয়।'

প্রিকশন ডোজ

পারডুবি, ১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতে মাটিয়ারকুঠিতে করোনাযোদ্ধাদের করোনার প্রিকশন ডোজ দেওয়া হয়। ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বিডিও অফিসে টিকাকরণ কর্মসূচিটি হয়েছে। পুলিশ, প্রশাসনের আধিকারিক, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বিভিন্ন দপ্তরের মোট ২৩০ জনকে এদিন প্রিকশন ডোজ দেওয়া হয়েছে।

করোনাকালে পাড়ায় পাড়ায় পিকনিক

তুফানগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : শীতকাল মানেই পিকনিক। কাছাকাছি কোথাও বাইরে বেরিয়ে হই-হুল্লোড় করে সারাদিন কাটানো। তবে করোনা পরিস্থিতিতে বিধিনিষেধের জেরে বন্ধ বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র। জনপ্রিয় জায়গাগুলিতে পিকনিক করার উপায় নেই। তবে পিকনিকের জন্য অন্য উপায় খুঁজে নিয়েছেন সাধারণ মানুষ। এককালে পাড়া পিকনিক, অর্থাৎ আশপাশের কয়েকটি বাড়ির সদস্যরা মিলে পিকনিকের চল ছিল বিভিন্ন জায়গায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই চল আবার ফিরে এসেছে তুফানগঞ্জে।

নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটা গ্রামের শ্যামলী সরকারের কথায়, 'পিকনিক স্পটে গিয়ে পিকনিক করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে শীতের মরশুমে পিকনিক করতেই হবে।' তাই শুরু হয়েছে পাড়া পিকনিক।

এই ধরনের পিকনিকের মূল উদ্যোক্তা পরিবারের মহিলা সদস্যরাই। সন্ধ্যা নামতেই এলাকার কোনও বাড়ির উঠোনে অথবা ফাঁকা মাঠে হচ্ছে এই পিকনিকের আয়োজন। কয়েকটি পরিবারের ২৫-৩০ জন মিলে মাংস-ভাত অথবা ডিম-ভাত রান্না করে মজে উঠছেন পিকনিকের আনন্দে। তার সঙ্গে থাকছে নাচ, গান, আবৃত্তি সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতা। ছোট দল হওয়ায় খরচও কম হচ্ছে।

তবে করোনা পরিস্থিতিতে পিকনিক করার বিষয়ে বাসন্তী বর্মন বলেন, 'সবাইকে সাবধানে থেকেই আনন্দ করতে হবে। তাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কারও বাড়িতে বা মাঠে পিকনিক করছি।' একই বক্তব্য নমিতা সূত্রধরেরও। তাই সন্ধ্যা হলেই উনুনে চাপছে হাঁড়ি, কড়াই।

রাতে মাঠে বসে পিকনিকের খাওয়াদাওয়া। ছবি : রাজীব বসাক

খড়ে আগুন, আহত ১

পারডুবি, ১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাইবাড়ি সংলগ্ন দোলংয়ের কুঠি এলাকার বাসিন্দা কার্তিক বিশ্বাসের বাড়ির পাশে খড়ের গাদায় আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ায় আগুন লেগেছিল খড়ে। কার্তিক বিশ্বাসের দাবি, তাঁর গায়েও একটি তার ছিঁড়ে পড়ায় তিনি জখম হয়েছেন। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় খবর দেওয়া হয় মাথাভাঙ্গা দমকলকেন্দ্রে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে তার আগেই পুড়ে যায় খড়ের গাদা। দমকল জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই গৃহহীনের

বক্সিরহাট, ১৩ জানুয়ারি : অভয় বর্মন (৭০) নামে এক ব্যক্তি বেশ কিছুদিন ধরে বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তবে তাঁর কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না। বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে রোগীদের ফল বিলি করতে গিয়ে তৃণমূলের ভানুকুমারী-২ অঞ্চল কমিটির সভাপতি বরেন সরকার, ইন্দ্রজিৎ পাল নার্সের কাছে ওই বৃদ্ধের বিষয়ে জানতে পারেন। অভয়বাবুকে শীতবস্ত্র কিনে দিয়ে বিষয়টি তাঁরা তুফানগঞ্জ-২'এর বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডুকে জানান। তারপর বুধবার রাতেই বিডিও ছুটে যান স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। তাঁর উদ্যোগে গৃহহীন ওই প্রবীণ ব্যক্তির ঠাঁই হয় বৃদ্ধাশ্রমে।

কথা বলতে গিয়ে আবেগে গলা বুজে আসছিল অভয় বর্মনের। তিনি বলেন, 'বাড়ি, সংসার কিছু নেই। দু'একজন আত্মীয় থাকলেও তাঁরা কেউ ঠাঁই দেননি। দীর্ঘদিন অসম ও বাংলার বিভিন্ন এলাকায় দিনমজুরের কাজ করেছি। যখন যেখানে কাজ করেছি, সেখানেই থেকেছি। এখন আর কাজ করার শক্তি নেই। বাকলার টাটের কুঠি ভাই ভাই সংঘের একটি ফাঁকা ঘরে ঠাঁই পেয়েছিলাম। মাঝেমধ্যে ক্লাব সদস্যরাই আর্থিক সহযোগিতা করতেন।' অসুস্থ হয়ে পড়ায় ক্লাব সদস্যরাই তাঁকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। অবশেষে বিডিওর সহযোগিতায় বুধবার রাত থেকে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় মেলায় তিনি খুব খুশি। তাঁর কথায়, 'শুধু থাকা-খাওয়ার জায়গা পেয়েছি, তাই নয়, আরও দু'একজন সঙ্গীও পেয়েছি কথা বলার জন্য। বিডিও নিজেও দু'বেলা খোঁজ নিচ্ছেন শারীরিক অবস্থার।'

বিডিও বলেন, 'কর্তব্য ও মানবিকতার টানেই এই কাজ করেছি।'

মাশানপুজো

পারডুবি, ১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার পূর্ব পারডুবি দোলাপাড়ায় দাতুয়া মাশানপুজো অনুষ্ঠিত হল। এবার এই পুজোর চতুর্থ বর্ষ। পুজো আয়োজক কমিটির সদস্যদের মধ্যে কল্যাণ বর্মন বলেন, 'আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।'

বিয়ে করতে হবে, রাতভর ধর্নায় যুবতী

নয়ারহাট, ১৩ জানুয়ারি : একে কনকনে ঠান্ডা, তার ওপর গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। তার মধ্যেই অভুক্ত অবস্থায় খোলা আকাশের নীচে খড়ের উপর বসেই রাত কাটালেন এক যুবতী। বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ওই যুবতীর ধর্নায় বসার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়েছে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলেরছড়ায়। বুধবার বিকেল থেকে ধর্না শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গিয়ে দেখা যায়, তখনও দাবিতে অনড় ওই যুবতী। প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ধর্না চালিয়ে যাবেন বলে পরিষ্কার জানিয়েছেন তিনি।

ওই যুবতীর দাবি, একই গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে তাঁর চার বছর ধরে প্রেম চলছে। প্রেমিক তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু কিছুদিন ধরে ওই যুবক তাঁকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন, এমনকি নানাভাবে ভয় দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ। তাই বুধবার বিকেলেই প্রেমিকের বাড়িতে হাজির হন তিনি। প্রেমিকার দাবি, তাঁকে দেখেই ওই যুবক পালিয়ে যান। এমনকি প্রেমিকের পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বাড়ির বাইরে বের করে দেন। তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে বলেও যুবতীর অভিযোগ। তাই উপায় না দেখে তিনি ধর্নায় বসেন। তাঁর কথায়, 'ভালোবাসার প্রতিদান এভাবে পাব কল্পনাও করতে পারিনি। আমি এর শেষ দেখেই ছাড়ব।'

এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, যুবতীকে ঘিরে ভিড় জমিয়েছেন স্থানীয়রা। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তপন বর্মনও। তিনি বলেন, 'যুবতী যাতে ন্যায়বিচার পান সেই চেষ্টাই চলছে।' এদিকে, ওই যুবকের জেঠুর বক্তব্য, দাবির পক্ষে ওই যুবতী যদি প্রমাণ দেখাতে পারেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে ভাইপোর বিয়ে দেবেন তাঁরা। যুবতীকে হেনস্তার অভিযোগও অস্বীকার করেছেন তাঁরা। তবে শেষ অবধি কী দাঁড়ায়, সেদিকেই তাকিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা।

পদ পূরণে উদ্যোগ

মাথাভাঙ্গা, ১৩ জানুয়ারি : দীর্ঘ দুই বছর পর মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের জোরপাটকি হাইস্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণে উদ্যোগ নেওয়া হল। ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে তৎকালীন সহকারী প্রধান শিক্ষক রমেন বর্মন প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হয়ে খলিসামারি পঞ্চানন স্মৃতি বিদ্যাপীঠে যোগ দেন। তারপর দু'বছর ধরে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ ফাঁকা রয়েছে।

এরই মধ্যে প্রধান শিক্ষিকা চিদকণা সাহা মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পদে যোগ দেন। এরপর টিআইসি পদে নিযুক্ত হন স্কুলের সহকারী শিক্ষক জীবন বসাক। এর আগে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের জন্য স্কুলের দুই সহকারী শিক্ষক আবেদন করেছিলেন।

সেই আবেদনের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি বাবলি সাহা দাস বলেন, 'খুব শীঘ্রই মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের মাধ্যমে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের কাগজ বিকাশ ভবনে পাঠানো হবে।'

বাড়ি তৈরির আগে লাঙল চাষের প্রথা

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : নতুন বাড়ি তৈরির আগে জমিতে লাঙল দিয়ে শস্য ছিটিয়ে দেওয়ার প্রচলন এখনও দেখা যাচ্ছে তুফানগঞ্জের উল্লারঘাটে। গ্রামবাংলার এই প্রথা একসময় শহরেও দেখা যেত। আধুনিকতার যুগে এসব ছবি আর তেমন দেখা যায় না। এই প্রথা কার্যত বিলুপ্তির পথে। চাষের কাজেও লাঙলও কম দেখা যায়। তবে এখনও গ্রামে বাড়ি তৈরির আগে ভিটেমাটিতে হাল চাষ দেওয়ার প্রথা রয়েছে। যাঁদের লাঙল রয়েছে তাঁরা ৮০০ থেকে ১,০০০ টাকা হাঁকাচ্ছেন। শহরের ক্ষেত্রে এই খরচটা আরও বেশি। বাড়ির মালিক ভিটেমাটি থেকে 'অশুভ শক্তি' তাড়াতে লাঙল দিতে নিঃসংকোচে আগাম বায়না দিয়ে রাখছেন। তবুও অমিল এই লাঙল। কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমায় এই সংস্কৃতি আজও চোখে পড়ছে। বাড়ি তৈরির আগে এই প্রথা আজও দেখা যায়।

নতুন বাড়ি তৈরির আগে জমিতে লাঙল চাষ করে এই প্রথা পালন করতে দেখা গেল তুফানগঞ্জ শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা ঢলডাবড়ি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সঞ্জয় কুণ্ডুকে। কিছুদিন আগেই তিনি ওই জমি কেনেন বাড়ি করার জন্য। তাঁর কথায়, 'পূর্বপুরুষের আমল থেকে এই নিয়ম চলে আসছে। সেই অনুযায়ী এক হাজার টাকা দিয়ে জমিতে বলদ গোরু দিয়ে চাষ করে শস্য বোনা হয়।' জমির দোষ তথা অশুভ শক্তি তাড়াতে বাড়ি তৈরির আগে জমি চাষ করার প্রচলন রয়েছে। এই প্রথাকে টিকিয়ে রাখা উচিত বলে তাঁর মন্তব্য। একই বক্তব্য পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বীরেন সাহারও। অন্দরান ফুলবাড়ির শ্যামল সাহাও কয়েকমাস আগে বাড়ি করার আগে জমিতে লাঙল চাষ দিয়েছেন।

উল্লারঘাটের চাষি শশধর দাস জানিয়েছেন, জমির দোষ কাটাতে বাড়ি তৈরির আগে লাঙল দিয়ে চাষের পর কালো সর্ষে ছিটিয়ে দিতে হয়। লাঙল, জোয়াল বলরামের ছিল। বর্তমানে লাঙল খুব কম দেখা যায়। ট্র্যাক্টরের দাপটে সংখ্যাটা কমেছে। তাছাড়া লাঙলের গোরুর দামও অনেক।

উল্লারঘাট এলাকায় বাড়ি তৈরির আগে জমি চাষ করে শস্য বোনা হচ্ছে।

কথিত আছে, কৃষ্ণের ভাই বলরামের লাঙল অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে শুভ শক্তির জাগরণ ঘটিয়েছিল। ভারতবর্ষ সুজলা-সুফলা, শস্যশ্যামলায় ভরে উঠেছিল। তখন থেকেই বাড়ি তৈরির আগে জমিতে লাঙল চাষের প্রথা চলে আসছে। সেই চল কমে গেলেও বন্ধ হয়ে যায়নি। তুফানগঞ্জ জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির সভাপতি সরোজ পঞ্চাননের বক্তব্য, বাঙালির কিছু কিছু সংস্কৃতি বর্তমানে হারিয়ে যেতে বসেছে। কথিত আছে, বাড়ি তৈরির আগে জমি চাষ করে শস্য বোনা হত। এতে জমির অশুভ শক্তি নষ্ট হয়ে শুভ শক্তির আগমন ঘটে। এছাড়াও কৃষিপ্রধান গ্রামবাংলার অন্যান্য কারণও থাকতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন। কারণ যাই থাকুক, গ্রামবাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা দরকার বলে একমত সরোজ, সঞ্জয়, শশধরের।